www.banglainternet.com

Munier Chowdhury

Apni ke

play

From - Palashi Barrack O Anyanya (1969)

আপনি কে ?

চরিত্র

তরুণ
ব্রিগেডিয়ার
মোমেন
বাসেত
সর্দার
আগন্তুক
তন্বী
কুলসুম

banglainternet.com

[রৌদ্রালোকিত প্রখর দ্বিপ্রহর নির্জন প্রান্তর। উন্নত প্রাচীন বটবৃক্ষ ; নিম্নে বিস্তৃত ছায়া।

এক তন্বী। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মোটা শিকড়ের আসনে পা ছড়িয়ে বসে। হাতে একটা বই, খোলা। পাশে কয়েকটা বই, সাজানো। থম্ ধরে আছেন। নাকে চশমা, চোখে আগুন।

এক তরুণ। শাদা শার্ট-পায়জামা পরা। গলায় দূরবীন ঝোলানো। কি ভাবতে ভাবতে ঢোকে, চার দিকে চোখ ঘোরায়। আচমকা মেয়েটিকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়।]

তন্বী : মনে হোলো যেন একবারে আঁৎকে উঠেছেন। কি হোলো ? ভূমিকম্প না বিষধর সর্প ?

তরুণ : আমি যাই।

তন্বী : কোথায় ? যে দিকে দু-চোখ যায় ? চোখের ওপর, হোক নিজের চোখ, অত আস্থা রাখা সব সময় নিরাপদ নয়। তাছাড়া, দূরবীন লাগালে যে চোখের জ্যোতি বাড়ে না, সে কথাও বোধহয় এখন আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। কি বলেন ?

তরুণ : আপনি বিশ্বাস করবেন না, জানি।

তন্বী : কেউ করবে না।

তরুণ : আমি সত্যি দুঃখিত। সত্যি লজ্জিত। বিশ্বেস করুন, আমি ইচ্ছে করে এ পথে আসিনি। কোন লক্ষ্য, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। আপনি যে ঠিক এই পথই বেছে নিয়েছেন এবং ঠিক এই গাছতলায় এসে

banglainternet.com

পৌঁছেছেন, এ সম্পর্কে একটু আগেও আমার কোন ধারণা ছিল না।

তন্বী : বাঃ, ভাষা পর্যন্ত অবিকল রাজনৈতিক নেতার। সংবাদপত্রে প্রেরিত বিবৃতির মতো। সত্য-মিথ্যা কিচ্ছু বোঝবার জো নেই।

তরুণ : আপনি আমার সব কথা বুঝে-শুনে গ্রহণ করেন, জানা ছিল না। তাহলে ভাল করে শুনে রাখুন। আজকের পিকনিকের নিয়ম আমি ইচ্ছে করে ভঙ্গ করিনি। যা হয়েছে এটা দৈবাৎ। অনিচ্ছাকৃত।

তন্বী : কি হয়েছে?

তরুণ : এই—এখানে আপনার কাছে এসে পড়া।

তন্বী : তার বিরুদ্ধে সর্দারের কোন নির্দেশ ছিল নাকি?

তরুণ : নির্দেশ ছিল আমরা গাড়ী থেকে নেমেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ব, যার যেমন খুশী। কেউ কাউকে অনুসরণ করবো না, সেধে কারো কাছে যাবোনা। এক মাইলের মধ্যে থাকবো এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কোরবো, যতক্ষণ না ব্রিগেডিয়ারের বিউগ্‌ল শোনা যাবে। যখন বাজবে তখন সেই শব্দ শুনে সবাই এসে ঐ জায়গায় মিলবো। তারপর খাবো।

তন্বী : আপনি যে এবারও ফার্স্ট ক্লাস পাবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কথা বানাতেও পারেন, কথা মনে রাখতেও জানেন—আর চাই কি?

তরুণ : আপনি আগে থেকে একটা সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন। কাজেই আপনাকে দিয়ে অন্য রকম কথা বিশ্বাস করানো কঠিন। কিন্তু আমি সত্যি আপনাকে আগে দেখে, তারপর এদিকে আসিনি।

তন্বী : আসলেও তা স্বীকার করার মতো সাহস বা সততা আপনার নেই।

তরুণ : আমি আসিনি।

তন্বী : মিথ্যে কথা।

তরুণ : আমি চলে যাচ্ছি।

তন্বী : তাতে বাঁচতে পারবেন না। কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই। আপনার সহপাঠীদের মধ্যে আরো কজন পকেটে করে দূরবীন এনেছেন, কে জানে!

তরুণ : বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক অনেক আছেন, কিন্তু সবাই জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে মগ্ন নন। আর আপনিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিরানন্দময় আকাশে এমন কিছু অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিষ্ক নন, যে, সবাই দূরবীন হাতে নিয়ে হন্যে হয়ে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে।

তন্বী : অপূর্ব। আপনি চটে গেলে আপনার ভাষাও একেবারে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে দেখছি।

তরুণ : নিভিয়ে দিলাম। চলে যাচ্ছি।

তন্বী : আমি আসতে বলিনি আপনাকে। আপনি দূরবীন লাগিয়ে খুঁজে বার করেছেন আমাকে। তারপর পরম নিশ্চিন্তমনে পথ ভুলে এখানে এসে হাজির হয়েছেন।

তরুণ : আপনার দুঃসাহস দেখে অবাক হই।

তন্বী : আমি আপনার মতো নামজাদা ছাত্র না হতে পারি, কিন্তু ভীতু নই।

তরুণ : ভীতু? আমি?

তন্বী : হ্যাঁ, আপনি। সবার সামনে যখন বললাম আপনি আমার সঙ্গে চলুন—

তরুণ : কেন বললেন?

banglainternet.com

তন্বী : কেন বলব না? আপনি আমার চেয়ে পড়ালেখা বেশী করেছেন। আপনার সঙ্গে দু-এক ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করায় আমার ষোল আনা স্বার্থ।

তরুণ : সবাই সকল স্বার্থ সমান বোঝে না। তাছাড়া মাঠে মাঠে ঘুরে কাজের কথা আলোচনা হয় না।

তন্বী : ইচ্ছে থাকলে সবই হয়। এলোমেলো মাঠে ছড়িয়ে, বড়শীর ছিপ আর দূরবীন কাঁধে ঝুলিয়ে, বিউগ্‌ল বাজিয়ে যদি পিকনিক হতে পারে, তবে তার মধ্যে কিছু কাজের কথাও হতে পারে। আমি লুকিয়ে কাজ করি না।

তরুণ : অন্যেরা অন্য রকম ভাবতে পারত।

তন্বী : বয়ে গেল। এখন আমি অন্য রকম ভাবতে পারিনা? এই যে সবার সামনে ভাব দেখালেন আপনি আমার কথা মোটে শুনতেই পাননি—তারপর এখন, এখন এই যে কাণ্ডটা করলেন—এ নিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারিনা?

তরুণ : কি কাণ্ড করেছি আমি? কি ভাববেন আপনি?

তন্বী : কেন ভাবব না? আপনি প্রবঞ্চনা ভালবাসেন। আপনার মধ্যে দুরকম ভাব। লোকের সামনে এক-রকম, মনের মধ্যে অন্যরকম, আড়ালে আরেক রকম।

তরুণ : কি যা-তা বলছেন!

তন্বী : একশবার বলব। কেন আড়ালে গিয়ে আপনি দূরবীন লাগিয়ে আমাকে খুঁজে বার করলেন? যখন বললাম, তখন লোকের ভয়ে সঙ্গে আসতে সাহস হোলোনা? এখন যে এলেন, লজ্জা করল না? আমার কথায় মুখ ঘুরিয়ে যখন অন্যমনে অন্য দিকে চলে গেলেন, তখন

আমার অপমান হয়নি? কুলসুম আপা আঁচল চেপে হেসে ওঠেনি? অত আপনভোলা স্কলারই যদি হবেন, তবে এখন কি করে আবার আমার আঁচলের পিছু পিছু ছুটে এলেন?

তরুণ : আসিনি। আপনার কেন, কোন তন্বীর আঁচলই আমার জীবনের ঝাণ্ডা নয়। আঁচলের পতাকা দেখে যারা দিকনির্ণয় করে আমি তাদের দলে নই, এ আপনি ভাল করে জানেন।

তন্বী : না জানিনা। আমি যা জানি, তা অন্য রকম। যেদিন আপনি জানেন আমি সিনেমায় যাব—

তরুণ : কি করে জানি?

তন্বী : হয়তো আমিই বলেছি। সেদিনই আপনিও দৈবাৎ সিনেমার হলে গিয়ে হাজির হন। কোন অনুষ্ঠানে যদি আমার গান গাওয়ার কথা থাকে তবে আপনি লাইব্রেরী ছেড়ে বেখেয়ালে গিয়ে একেবারে প্রথম সারিতে আসন নেন। সবই দৈবাৎ না? দৈবের সঙ্গে আপনার এত মিতালি কিসের?

তরুণ : সত্যি বলছি, আপনি যে এই গাছতলায় এসে—

তন্বী : না কিচ্ছু জানতেন না! একেবারে মাসুম। দূরবীন দিয়ে বুঝি কেবল আকাশ আর গাছপালা দেখেছেন, না? বটগাছের চূড়া দেখেই বুঝি আপনার প্রকৃতি-প্রেম চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর সেই টানেই সব বন-বাদাড় পেরিয়ে—

তরুণ : আমার ঘাট হয়েছে। আমি হার মানছি। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষুধায় খুব কাতর হয়েছেন। নইলে কখনই এরকম অবর্ণনীয় ভাবকে ভাষা দিতে পারতেন না।

banglainternet.com

দোষ দেই না। আমার অবস্থাও তথৈবচ। আরো কঠিন বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলার মতো শক্তি নেই আর।

তন্বী : চলে যান না কেন তাহলে, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? একটু আগেই না একবার বিদায় নেবেন বলে হুমকী দিচ্ছিলেন। ক্ষিদেয় কি স্মৃতিভ্রম ঘটেছে নাকি?

তরুণ : যাচ্ছি।

তন্বী : দাঁড়ান।

তরুণ : কেন?

তন্বী : দূরবীনটা আমার কাছে রেখে যান: আপনাকে বিশ্বাস কি! আবার হয়তো ঠিক সন্ধান নিয়ে দৈবক্রমে সামনে এসে হাজির হবেন।

তরুণ : সত্যি বিষ ঢালতে জানেন। আমিও জানি। ক্ষিদের চোটে সত্যি আমার মাথার ঠিক নেই। এই ধরুন দূরবীন। দেখবেন, যে ভুল আমি করেছি বলে সন্দেহ করছেন, হাতে দূরবীন পেয়ে নিজে যেন তার পুনরাবৃত্তি করবেন না।

তন্বী : কি? কী বললেন আপনি? পরিষ্কার করে বলেন তো আরেকবার।

তরুণ : নিশ্চয়ই বলব। আমি চলে যাচ্ছি। যতদূর পারি। খালি চোখে অন্ততঃ যেন দেখা না যায় এতদূরে। দেখবেন, দূরবীন হাতে পেয়ে আপনি যেন ঠিক পেছন পেছন গিয়ে হাজির না হন। অন্ততঃ বিউগ্‌ল শোনার আগে তেমন দৈবযোগ যেন না ঘটে।

তন্বী : কি! কী বল্লেন! আপনি নীচ। আপনি বঞ্চক।

তরুণ : আহা হা! করেন কি? করেন কি? ওটা ছুঁড়ে

মারবেন না। দামী জিনিস। মাথা ফেটে যেতে পারে।

তন্বী : মারবো। একশো বার মারবো। সব ভেঙে চুরমার করে ফেলব।

[কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ইউ-ও-টি-সি-র পোশাক-পরা ব্রিগেডিয়ার নামধারী ছাত্রটি নিঃশব্দে গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে বিউগ্‌ল ফুঁকতে থাকে। খুব গম্ভীর ভাবে। তরুণ মাটিতে বসে পড়ে। তন্বীও।]

তরুণ : আপনিও শেষে এই বটবৃক্ষতলকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বলে নির্বাচন করলেন? হাতে কোন দূরবীন ছিল নাকি?

ব্রিগেড : এ্যাঁ? দূরবীন? কেন আমার তো বিউগ্‌ল।

তন্বী : একটা ভাল জায়গা খুঁজে বার করতে আপনার এতক্ষণ লাগল? বেলা ক'টা বাজে খেয়াল আছে? আপনাদের এই ভুতুড়ে পিকনিকে, শেষে কি খাওয়ার পাটটাও উঠিয়ে দেবেন স্থির করেছেন নাকি?

ব্রিগেড : অন্যের কথা জানিনা। আমি তো জঙ্গলে বসে রাক্ষসের মতো খাবো বলেই পিকনিকে আসি।

তরুণ : সর্দারজী কি এনেছে রে?

ব্রিগেড : টপ সিক্রেট। তবে ট্রেনে তামার হাঁড়িগুলোর মধ্য থেকে যেরকম খোশবু আসছিল তাতে মনে হোলো, সব রান্না করা এবং বেশ জমকালো গোছের।

তরুণ : কাবাব আর রোস্ট যে আছে, সন্দেহ নেই।

তন্বী : সঙ্গে কিছু মাটির হাঁড়িও ছিল। বোধহয় দই-সন্দেশ কিছু হবে—না?

তরুণ : আপনার খালি চোখের নজরও দেখছি বেশ তীক্ষ্ণ।

তন্বী : জী।

banglainternet.com

তরুণ : আমার দূরবীনটা এবার ফিরিয়ে দেবেন ? আর সবাই আসতে এত দেরী করছে কেন, দেখি। আর সহ্য হচ্ছে না।

তন্বী : মাটিতেই পড়ে আছে। ইচ্ছে হয় তুলে নিতে পারেন।

তরুণ : ক্ষিদেয় আধা-পাগল, বিভেদের দিকে আর নজর দিতে পারছি নে, নইলে সমুচিত জবাব দিতাম।

তন্বী : তর্ক না করে একটু দেখুন—সর্দারজী খাবারের হাঁড়ি-পাতিলগুলো নিয়ে ঠিক পথে ছুটে আসছেন কিনা। ব্রিগেডিয়ার, থেমে কেন। আপনি বিউগ্‌ল বাজাতে থাকুন। সর্দারজী এখন পথ ভুল করলে প্রাণ রাখা কঠিন হবে।

[এরপর থেকে মাঝে মাঝেই বিউগ্‌লে ধ্বনি হবে। তরুণ চোখে দূরবীন দিয়ে চারি দিকে চোখ ঘোরাবে।]

তরুণ : সর্দারজীর কোন চিহ্ন নাই। তবে আর সবাই চারদিক থেকে রণ-দামামা শুনে বীর সৈনিকের মতো ছুটে আসছেন।

ব্রিগেড : আর সবাই জাহান্নামে যাক। খাবার, খাবার চাই। সর্দারজী কোথায় ?

তন্বী : দূরবীনটা আমার হাতে দিন একটু।

তরুণ : যা আমি দেখছি না, আপনিও তা দেখতে পাবেন না।

তন্বী : সব জিনিস আপনি মন দিয়ে দেখেন বা শোনেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনা।

ব্রিগেড : কিছু দেখছেন ?

তন্বী : না। অন্ধকার।

[গোবেচারা মোমেন ধীরে ধীরে ঢোকে। হাতে বড়শীর ছিপ, একটা থলি ইত্যাদি। ঢুকে চুপ করে এক পাশে গিয়ে বসে।]

তরুণ : কাছেই ছিলে নাকি ?

মোমেন : এইতো পুকুরপাড়ে।

তন্বী : আর কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। উত্তর জানা আছে। পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ আছে। কয়েকটা লেগে ছুটে গিয়েছিল, শেষটা তার মধ্যে আবার ঐতিহাসিক ভাবে অতিকায় এবং কৌশলী মৎস্য ছিল, ইত্যাদি।

মোমেন : সকলের সঙ্গে মাছ ধরা নিয়ে ডিস্‌কাস্‌ করা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আপনাদের কি খাওয়া হয়ে গেছে ?

[ঢোকে কুলসুম, তারপর বাসেত, তারপর আরও অনেকে।]

কুলসুম : কী, এখনও খাওয়া রেডী হয়নি ? তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে পিকনিকে আসা এক ঝকমারি। কেবল তোড়জোড় আর হাঁকডাক, আর যত উদ্ভট প্রোগ্রাম। সর্দারজী কোথায় ? বিউগ্‌লের সঙ্গে সঙ্গে না খানা এসে হাজির হয় ?

বাসেত : আপা একেবারে যাচ্ছেতাই। সারাক্ষণ তোমাদের মুণ্ডু চিবিয়েছে।

কুলসুম : নীরস। শুকনো। এখন খানা কোথায় বলো। তোমাদের সর্দারজীর এত আড়ম্বরের জারিজুরীটা দেখাও একবার।

মোমেন : আমার কিন্তু সর্দারের উপর পুরো ঈমান আছে। ওর প্ল্যান কখনো এদিক-ওদিক হয়না। হয়তো আরো নতুন কিছু মজা যোগ হচ্ছে, তাই এই দেরীটুকু—

তন্বী : মজা কি ভেজে খাবো নাকি ?

তরুণ : যে জিনিস ভাজা হয়েছে, তার আবির্ভাব ছাড়া, অন্য কিছু আমাদের এখন কাম্য নয়। যদি তাতে বিলম্ব

banglainternet.com

ঘটিয়ে অপর কোন বস্তু এগিয়ে আসে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। আপাততঃ সেরূপ বর্বর আচরণে কোন দ্বিধা থাকবে না। বুভুক্ষা সর্বগ্রাসী, সর্বজয়ী।

কুলসুম : বাপ্‌রে! তুমি বাপু এখনো নক্‌শা করে কথা বলতে পারো! আমার সে ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। ব্রিগেডিয়ার তোমার বিউগ্‌ল বাজাতে থাকো—বাজাতে থাকো প্রাণপণে—যত জোরে পারো, যতক্ষণ পারো—দেখি খাবার সুদ্ধো সর্দারজী হাজির হয় কিনা?

মোমেন : না, না, সেকি! উনি নিশ্চয়ই এসে গেছেন। নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে এর মধ্যে।

তন্বী : বিউগ্‌ল বাজাও।

তরুণ : বাজাও। বাজাও কলজে ভরে, গলা ফুলিয়ে, গাল ফাটিয়ে। নিঃশেষে প্রাণ দান করে বিউগ্‌ল বাজাও। কারণ, যদি সর্দারজী না আসে, আমাদের মরণই ভাল।

সকলে : বাজাও, বাজাও।

[বিউগ্‌ল উঁচিয়ে প্রথম দু দুঁ খুব জোরে দিতেই পেছন থেকে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে সর্দারজী উপাধিধারী যুবক। ট্র্যাজিক নায়কের ভাব নিয়ে হাত রাখে ব্রিগেডিয়ারের কাঁধে।]

সকলে : (এলোমেলো) একি! সেকি! এ মূর্তি কেন তোমার? খাবারের হাঁড়িগুলো কোথায়? ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন? প্রাণ দিয়েও ওগুলো বাঁচালেন না কেন?

কুলসুম : আমি বিশ্বাস করিনা। নিশ্চয়ই নিজে সব সাবড়ে এখন নাটক করছেন।

মোমেন : ছি ছি কুলসুম আপা। সর্দারজীকে আপনি এত নীচ ভাবছেন?

তন্বী : আপনার ইচ্ছে হয় ওঁকে যত খুশী উঁচুতে তুলে রাখুন, বটগাছের মাথায় নিয়ে বসান, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে রাজী নই। ভদ্রমহিলার মতো আচরণ আমার কাছ থেকে আর আশা করবেন না আপনারা।

তরুণ : অপরাপর ব্যক্তিবর্গকে বলছেন, না?

তন্বী : চুপ করুন আপনি। আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি পিকনিকে এসেছেন দূরবীন ঘুরিয়ে দুনিয়া দেখতে। আমরা সেজন্য আসিনি।

তরুণ : সে তো ঠিকই। আদর্শগত পার্থক্য।

কুলসুম : সর্দারজী, খাবার কোথায়?

সকলে : (গোলমাল করে) কোন রকম বক্তৃতা ছাড়া স্পষ্ট জবাব দাও। কথার চালে আর ভুলছিনে। আজ একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবে কিন্তু। ওরকম মুখ ফ্যাকাসে করে ভাঁওতা দিতে চেষ্টা কোরোনা। এ রকম সর্দারী করতে গেলে দুর্ভোগ আছে তোমার।

মোমেন : তোমরা সব মারবে নাকি ওকে?

সকলে : জবাব দাও। সঙ্গের খাবার কোথায় গেল?

সর্দার : নেই।

সকলে : (গোলমাল করে) নেই? নেই কি?

তন্বী : নেই? তা হতে পারে না। ছিল যখন, তখন নিশ্চয়ই আছে। কোথায় আছে, সে খবরটা দিন।

সর্দার : আমি সত্যি, কি বলবো, জীবনে এমন—

তরুণ : এমন নির্বিবাদে, এমন সুকৌশলে, এমন অবলীলাক্রমে এতগুলো লোককে আহাম্মক বানান নি, তাই না?

কুলসুম : পিকনিকের একরকম ঘোরালো প্রোগ্রাম তো সর্দারজীর মাথা থেকেই এসেছিল, না?

banglainternet.com

ব্রিগেড : সর্দার এটা যদি তোমার রসিকতার নমুনা হয়, তাহলে কিন্তু এই ঠাট্টার জের টেনে, রাইফেল তুলে আমিও তোমাকে ফটাস করে মেরে ফেলতে পারি।

তন্বী : তাই করুন।

মোমেন : এ্যাঁ! সর্দারজী, ওদের কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

সর্দার : জবাব দেবার কিছু নেই। তাড়াহুড়োয় ট্রেন থেকে খাবার নামানো হয় নি।

সকলে : (হট্টগোল) কি? কী? এখন উপায়? তুমি লীডার, সর্দার। দায়িত্ব তোমার। যেখান থেকে পার, খাবার জোগাড় কর।

তন্বী : এখান থেকে বাজার কতদূর?

সর্দার : চার মাইলের মত।

কুলসুম : হু ক্রোশ!

তন্বী : আপনি আমার সঙ্গে বাজারে যেতে রাজী আছেন?

তরুণ : তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবেন তো? চলুন।

মোমেন : দেখুন। কিছু যদি মনে না করেন, তবে মানে, আমি শপথ নিয়েছিলাম, এসব নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো-রকম ডিসকাস্ কোরবো না। তা যদি, মানে, এখন যেরকম,—

কুলসুম : মহা মুশ্‌কিল! বলতে চাও বলো, না হলে বোলো না!

মোমেন : ইয়ে মানে, আমি ত সংগে করে ছিপ বড়শী এগুলো নিয়ে এসেছিলাম—

সর্দার : তুই থাম মোমেন। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আর ডোবাস নে।

তন্বী : যেমন সর্দার তেমনি স্যাংগাৎ! বলিহারী কল্পনশক্তি! আপনি টোপ ফেলবেন, মাছ সেটা গিলে ফেলবে, তারপর আপনি আবার সেটাকে টেনে ডাংগায় তুলবেন, তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি করে আমরা সেটাকে ভোজন করব। সমস্যার একেবারে কিউইডি করে ছাড়লেন দেখছি!

মোমেন : না না। মানে আমি তা বলছিলাম না। আমি অত দূরের কথা ভাবি নি।

কুলসুম : কথা যদি অত কাছেই হবে, তবে ভাই এত এলো-পাথাড়ি খাবি না খেয়ে টক করে বলে ফেল না কেন?

মোমেন : মানে, আমি একটা মাছ ধরে ফেলেছি। রুই মাছ। বড়ো। ধরেছি! আমার এ হাতের এই ব্যাগটার মধ্যেই আছে। ওটাকে দিয়ে কিছু করা যায় না?

[হৈ চৈ। তরুণ যুবতীর হাতে দূরে কি খোঁজে।]

ব্রিগেড : মাছ কৈ দেখি? বাব্বা! খাসা মাছ ধরেছিস ত!

তন্বী : বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই বরফ দেয়া মাছ, কিনে এনেছে। টিপে দেখুন।

মোমেন : আমি এইজন্যই এসব কথা ডিসকাস্ করতে চাই না। মাছটা যে একটু আগেও জ্যান্ত ছিল তা ওর চোখ দেখেও বুঝতে পারছেন না? আঁশ দেখছেন না কিরকম চকচক করছে?

তন্বী : নরম কেন?

মোমেন : নতুন পানির টাটকা মাছ একটু নরমই হয়। বাসি হলে পর একটু শক্ত হয়! বরফে রাখলে আরও বেশী শক্ত হয়। যাক সে সব কথা। আপনার সংগে আমি এ নিয়ে কোনোরকম ডিসকাস্ করব না।

কুলসুম : কিন্তু শুধু মাছ। কেউ কি নেই কিছু করতে পারে?

বাসেত : একটু নুন মশলাত চাই কুলসুম আপা।

banglainternet.com

ব্রিগেড : না, কিচ্ছু চাই না। তোমরা আগুন জ্বালো। আমার সংগে ছুরি আছে। পুড়িয়ে খাব। যারা রাজী আছো তারা আমার সংগে থাকতে পারো। বাকী যারা—

অনেকে : রাজী! রাজী! কাঁচা যে খেয়ে ফেলছি না তাতেই সংযম ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে!

তরুণ : (চোখে দূরবীণ লাগানই রয়েছে) আমি রাজী নই।

তন্বী : কেন?

তরুণ : মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যে ভালখাবারই জুটবে।

[সকলে চমকে উঠেছিল। এবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।]

তন্বী : আপনার দূরবীন দেখছি যা চায় তাই খুঁজে পায়।

তরুণ : হয়ত। ব্রিগেডিয়ার!

ব্রিগেড : জি। কি দেখছেন? কি হুকুম?

কুলসুম : এ আবার কী লড়ায়ের ময়দানের হাবভাব কোরছো বাপু। কি দেখছো বলেই ফেল না।

তরুণ : ব্রিগেডিয়ার, নিশ্চয়ই আমরাই লক্ষ্য। যদি নাও হয়, টেনে নিয়ে এস আমাদের দিকে। জীবনের মতো একবার তোমার বিউগেলে সাইরেণের যাদু ডেকে নিয়ে এসো। বাজাও।

[ব্রিগেডিয়ার গভীর আবেগ নিয়ে বাজাতে থাকে।]

সর্দার : (উত্তেজিত) তাইত! এ কি? এ লোকটা কে এদিকে আসছে? পেছনের কুলি দুটোর মাথায় ওগুলোত আমাদের হাড়িপাতিল। ইউরেকা! খোদা তুমি আমার মান রেখেছ।

তন্বী : (তরুণকে) আপনি আত্মভোলা স্কলার। এরকম খ্যাতি আপনার আছে। তাই বলে এই রকম পরিস্থিতিতে

দূরবীণটা একলা দখল করে রাখা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়। একটু দেবেন আমাকে?

তরুণ : না। এ দূরবীণত আপনার চক্ষের শূল, আপদের মূল, অশান্তির কাঁটা। এখন যে আবার চাইতে এসেছেন? দেবো না। তাছাড়া দূরবীণের আর কোনো দরকার নেই। খালি চোখেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেই হন, ব্রিগেডিয়ারের বিউগুল শুনে শুনে ঠিক আমাদের বরাবর চলে আসছেন। পৌঁছে গেল বলে।

সর্দার : ঐ যে লম্বা টিফিন কেরিয়ারটা দেখা যাচ্ছে, কুলির হাতে, ওতে আছে ঢাকাই পরোটা। তিনচার কুড়ি। পেতলের হাড়িতে মুরগীর রোষ্ট, গোটা গোটা। আহা হা! মুর্শিদাবাদের বাবুর্চির হাতে তৈরী। অমন আর জীবনে জিবে ঠেকাও নি!

তন্বী : ঐ মাটির হাড়ি দুটোর মধ্যে কি?

সর্দার : একেবারে আসল গন্ধবণিকের, প্রাণহরা আর মালাই দৈ।

তন্বী : কি বলেছিলাম!

তরুণ : আপনার কেন দূরবীণ দরকার হয় না জানি। আপনার চোখে দূরবীণ লাগানো রয়েছে।

কুলসুম : কিন্তু লোকটা কে? তোমাদের এ খাবার উনি পেলেন কোথ্থেকে? ওঁর পরিচয় কি? আমাদের খোঁজ পেলেন কি করে?

সর্দার : সে খবর পরে নেব। কমরেড্স, এ্যাটেনশন প্লীজ। আমি আমার সর্দারীটা আবার সুরু করতে চাই। যা বলবো সবাই মনযোগ দিয়ে শুনুন এবং সেই মত চলুন। এই লোকটা যেই হোক না কেন—

banglainternet.com

তরুণ : অন্যকিছুই হতেই পারে না। স্বর্গীয় দূত!

সর্দার : উনি আমাদের প্রাণ বাঁচাবেন এখন। আমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোনো কার্পণ্য না করি। এক্ষনি এসে পড়বে। আমার ইচ্ছে ওঁর পৌছবার সংগে সংগে ব্রিগেডিয়ার একবার সম্মান সূচক বিউগুল বাজাবে। তারপর আমরা সবাই তাঁকে সাধ্যমত রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাব। সময় নেই আর। ব্রিগেডিয়ার!

[নেচে নেচে বিউগুল বেজে ওঠে। প্রবেশ করে প্রথমে দুজন মুটে, খাবারের হাড়িকুড়ি থালাবাটী কেতলী নিয়ে। পেছন পেছন মধ্যবয়সী একজন সাধারণ লোক। প্রথমে হুল্লোড়, তারপর সর্দারের সংকেতে সকলে সংযত। মাঝে মাঝে তবু কারো কারো হাত খাবার সরাচ্ছে।]

সর্দার : কমরেডস্ এ্যাটেনেশন প্লীজ। (আগন্তুককে) আসুন, আসুন। মাঝখানে এসে বসুন। আপনাকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা যে সৌভাগ্য এবং মুক্তির স্বাদ পেলাম তা যুগে যুগে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তন্বী : আপনি মহৎ, আপনি মহান। দেশের ও দশের কল্যাণ, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ আপনার মতো বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির হাতে পড়লে দুঃখী ও নিরন্নজন নিশ্চিন্ত হতে পারত।

মোমেন : (আপন মনে) মাছটা বোধ হয় পচে যাবে। পুকুরে বেঁধে রেখে এলেই পারতাম। ওঁকে দেখাবার শখ মেটাতে গিয়ে এখন—কি দরকার ছিল ওঁর সংগে ডিস্কাস্ করার!

তরুণ : সৈনিক, সংগে ছিল তাই তূর্যধ্বনি দ্বারা আপনাকে আমার অভিনন্দন জানিয়েছি। মালিনী ছিল কিন্তু

মালঞ্চের অভাবে আপনাকে ফুলহার উপহার দিতে পারলাম না। আছে হৃদয় তা মুক্ত ও প্রসারিত করে দিয়ে আমরা আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনি আমাদের সংকটকালের মুক্তিদাতা, আপনিই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণকর্তা!

কুলসুম : আপনি দেবতা, অবতার, ফেরেশতা, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া, সেইন্ট—সব! (কিছু খাদ্য মুখে পোরে)

তন্বী : কিন্তু সত্যি আপনি কে? আপনি মর্তের না উর্ধ্বের? সব বিশ্বাস করতে রাজী আছি।

তরুণ : আপনার পরিচয় পেয়েছি আপনার কর্মে। উপলব্ধি করেছি যে আপনি সর্বদর্শী এবং সর্বত্রগামী। বুঝেছি আপনি বুদ্ধ যিশু কৃষ্ণের পরমাত্মীয়।

মোমেন : সর্দারজী। একটা জিন্দাবাদ দিয়ে দি। ই ন কা লা বা—

সকলে : জিন্দাবাদ!

আগন্তুক : আমি সামান্য লোক। আপনাদের দোয়ায়—(প্রতিবাদের গুঞ্জন : আপনি অসামান্য, তুলনাহীন ইত্যাদি) সামান্য চাকরী করি। কিছু অন্যরকম খবর ছিল তাই আপনাদের সংগে সংগে চলেছিলাম। বুঝলেন না, সংগের জিনিসপত্রের ওপর কড়া নজর রাখা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনারা যখন হৈ চৈ করে কোনো জিনিস না নামিয়েই নিজেরা ষ্টেশনে নেমে পড়লেন, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আমি না পারলাম আপনাদের ডাকতে, না পারলাম জিনিসগুলো ছেড়ে নেবে পড়তে। ফলভোগ করলাম। তিন ষ্টেশন পর ক্রসিং পেলাম, গাড়ী পাল্টে জিনিসপত্র সব নিয়ে এই এখন এলাম।

banglainternet.com

বিউগুলের সংকেত জানা ছিল, শুনে শুনে সোজা এখানে চলে এসেছি। সত্যি আপনাদের ভাষা ভাব ভংগী—পিকনিকের এত সব উদ্‌ভট নিয়ম সংকেত—দেখে প্রথম প্রথম—ওকি আপনারা কেউ কোনো কথা বলছেন না কেন? হাত তুলে বসে রয়েছেন কেন? খান। আমাকেও কিছু খেতে দিন। সে কি? সব এরকম—?

সকলে : আপনি কে? আপনি কে?

আগন্তুক : সামান্য লোক। আমি কিছু না, সামান্য চাকরী করি। এই আই বি অফিসে। আপনাদের কোনো উপকারে এসে থাকলে সে মানে—!

[সব নিশ্চল, স্তব্ধ]

banglainternet.com

for more books of Munier Chowdhury, visit www.banglainternet.com